২৯/৫/৮১

24

আদমশুমারির প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশ

বাংলাদেশের জনসংখ্যা আট কোটি ৯৯ লাখ ৪০ হাজার

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ 'আদমশুমারি' ৮১ অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ৮ কোটি ৯৯ লাখ ৪০ হাজার।

গত শনিবার সকালে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন 'মেঘনা'য় আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে পরিকল্পনা মন্ত্রী ডঃ ফসিহউদ্দিন মাহতাব এই ঘোষণা দেন। মন্ত্রী বলেন, প্রাথমিক গণনা অনুসারে মোট ৮ কোটি ৭০ লাখ ৫২ হাজার লোকসংখ্যার মধ্যে ৪ কোটি ৪৮ লাখ ৫৯ হাজার ৯৭১ জন পুরুষ এবং ৪ কোটি ২২ লাখ ২ হাজার ৫২ জন মহিলা।

পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন: সারা দুনিয়াতেই আদমশুমারিতে কম গণনা হয়। এটা সাধারণ ব্যাপার। তবে এবার আমাদের দেশে গণনা থেকে বাদ পড়েছে খুব কম।

ডঃ মাহতাব বলেন, আদমশুমারিতে ব্যয় হয়েছে ১৫ কোটি টাকা। তন্মধ্যে জাতিসংঘ থেকে এসেছে ৬ কোটি টাকা। গণনাকারী ছিলেন ২ লাখ ৪৬ হাজার এবং সুপারভাইজার ছিলেন ৪৬ হাজার।

মন্ত্রী বলেন, আগামী বছর জুন মাসে আদমশুমারির চূড়ান্ত ফল জানানো হবে। এতে কম্পিউটর ব্যবহৃত হবে এবং আরো বহু তথ্য পাওয়া যাবে।

আদমশুমারির প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী সর্বাধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত জেলা হচ্ছে ঢাকা এবং সর্বনিম্ন পার্বত্য চট্টগ্রাম। নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানায় সারাদেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মানুষের বাস। এই থানার লোকসংখ্যা ৫ লাখ ৮৮ হাজার ৮১৫ জন। সবচেয়ে কম মানুষ বাস করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুরাই ছড়ি থানায়; লোকসংখ্যা ১০ হাজার ৭১১ জন।

বাংলাদেশে গ্রামের সংখ্যা ৬৫,৪৮৭। থানা ৪৬৯টি জেলা ২০টি মহকুমা ৭১ এবং ইউনিয়ন ৪ হাজার।

শহর

ঢাকা মেট্রোপলিটন নগরীর (নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গী, ঢাকা, মিরপুর, গুলশান পৌরসভা, সিদ্ধিরগঞ্জ ডেমরা, সাভার থানার অংশবিশেষ এবং ক্যান্টনমেন্ট এলাকা) লোকসংখ্যা ঃ ৩৪ লাখ ৫৮ হাজার ৬০২।

দেশের ৪টি মেট্রোপলিটন এলাকা ব্যতীত জেলা সদর দফতরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় সিলেট শহর, এর লোকসংখ্যা ১ লাখ ৬৫ হাজার ৮৪৭। সবচেয়ে ছোট রাঙ্গামাটি, লোকসংখ্যা ৩৬ হাজার ৪৯০।

জেলা সদর দফতর ব্যতীত অন্যান্য শহরের মধ্যে সৈয়দপুর বৃহত্তম, লোকসংখ্যা ১ লাখ ২৮ হাজার ৮৫। সবচেয়ে কম লোক কুষ্টিয়া জেলার মহেশপুর পৌরসভায়, ৯ হাজার ৫১৯জন।

জেলাভিত্তিক লোকসংখ্যা

চট্টগ্রাম ৫৪ লাখ ৭৬ হাজার। পার্বত্য চট্টগ্রাম ৭ লাখ ৪৮ হাজার। কুমিল্লা ৬৮ লাখ ৮০ হাজার। নোয়াখালী ৩৮ লাখ ১৩ হাজার। সিলেট ৫৬ লাখ ৫০ হাজার। ঢাকা ১ কোটি ৪৯ লাখ। ফরিদপুর ৪৭ লাখ ৬৮ হাজার। জামালপুর ২৪ লাখ ৪৫ হাজার। ময়মনসিংহ ৬৫ লাখ ৪৩ হাজার। টাঙ্গাইল ২৪ লাখ ৪৪ হাজার। বরিশাল ৪৬ লাখ ৬৮ হাজার। যশোর ৪০ লাখ ১৬ হাজার। খুলনা ৪৩ লাখ ৫৩ হাজার। কুষ্টিয়া ২২ লাখ ৭৩ হাজার। পটুয়াখালী ১৮ লাখ ৪০ হাজার। বগুড়া ২৭ লাখ ১৮ হাজার। দিনাজপুর ৩১ লাখ ৯৮ হাজার। পাবনা ৩৪ লাখ ১৮ হাজার। রাজশাহী ৫২ লাখ ৬৩ হাজার। রংপুর ৬৪ লাখ ৯০ হাজার।

ডঃ মাহতাব বলেন, ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যার গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হার হচ্ছে ২ দশমিক ৫৯ শতাংশ। ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত ছিল ২ দশমিক ৭০ শতাংশ।

রংপুর জেলার দহগ্রাম ও অঙ্গারপোতায় লোক গণনা হয়নি। মন্ত্রী বলেন, আগামী ৬ই জুলাই গণনা শুরু হবে এবং এক সপ্তাহে গণনা শেষ হবে। এ ব্যাপারে ভারতের মতৈক্য হয়েছে।